গ্রুপ এল

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ০

🇬🇭 ০

সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ১১, ইংরিজি ২০২৬, জুন ২৫

গ্রুপ এল

০ 🇵🇦

১ 🇭🇷

ব্রিকস: নিজস্ব মহাকাশ অর্থনীতি

২৪ জুন : বিশ্ব অর্থনীতির আগামী দিগন্ত হিসেবে ‘ব্রিকস স্পেস ইকোনমি’ বা ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির যৌথ মহাকাশ অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) জিতেন্দ্র সিং। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির মহাকাশ সংস্থার প্রধানদের বৈঠকের সমাপনী অধিবেশনে তিনি বলেন, উদ্ভাবন, বিনিয়োগ, শিল্পোন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করতে ব্রিকস দেশগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাঁর মতে, আগামী দিনের মহাকাশ অর্থনীতি কোনও একক দেশের দ্বারা পরিচালিত হবে না, বরং অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তি বিনিময় এবং যৌথ উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এই ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

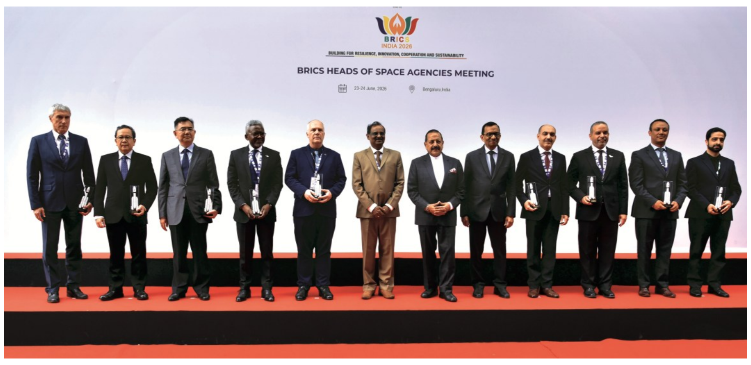

ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের আওতায় ইসরোর উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনের এই বৈঠকে ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মহাকাশ সংস্থার প্রধান ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা অংশ নেন। বৈঠকে মহাকাশে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, মহাকাশ আবর্জনা-মুক্ত অভিযান, ব্রিকস রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রস্তাবিত ব্রিকস স্পেস কাউন্সিল গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পৃথিবী পর্যবেক্ষণ, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় এবং নতুন সদস্য দেশগুলিকে বিদ্যমান সহযোগিতামূলক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়েও মতবিনিময় হয়।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, মহাকাশ প্রযুক্তি এখন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র নয়, বরং অর্থনৈতিক রূপান্তর ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। যোগাযোগ ব্যবস্থা, নৌ-পরিচালনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার মতো ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জল নিরাপত্তা, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং টেকসই নগরায়নের মতো বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানেও উন্নত মহাকাশ প্রযুক্তিভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, বিশ্বের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ফলে এই দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, শিল্প অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। তিনি বলেন, ব্রিকস রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন ইতিমধ্যেই সদস্য দেশগুলির মধ্যে উপগ্রহ তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতার গুরুত্ব প্রমাণ করেছে। বৈঠকে ভারতীয় মহাকাশ শিল্প সম্পর্কিত একটি তথ্যপুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে ভারতের দ্রুত বিকাশমান নিউস্পেস স্টার্টআপ ও বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের সক্ষমতা তুলে ধরা হয়। ইসরোর চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন, ইন-স্পেসের চেয়ারম্যান পবন গোয়েঙ্কা, মহাকাশ দপ্তরের আধিকারিক এবং একাধিক ভারতীয় মহাকাশ শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জিতেন্দ্র সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের মহাকাশ ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারের ফলে বেসরকারি শিল্প, স্টার্টআপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে। চন্দ্রযান-৩, আদিত্য-এল১ এবং গগনযান কর্মসূচির অগ্রগতি শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেনি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। মহাকাশে ক্রমবর্ধমান যান চলাচল এবং কক্ষপথে জমতে থাকা ধ্বংসাবশেষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দীর্ঘমেয়াদে মহাকাশকে নিরাপদ ও টেকসই ক্ষেত্র হিসেবে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। দায়িত্বশীল আচরণ, স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার আহ্বান জানান তিনি। ‘পরামর্শ’ থেকে ‘সহ-উদ্ভাবন’-এর পথে এগিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়ে জিতেন্দ্র সিং বলেন, ব্রিকসভুক্ত দেশগুলিকে শুধুমাত্র আলোচনা বা সমন্বয়ের স্তরে আটকে থাকলে চলবে না। বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, শিল্প সংস্থা, স্টার্টআপ এবং তরুণ উদ্ভাবকদের একত্রিত করে যৌথ গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই মহাকাশ প্রযুক্তিকে উন্নয়ন, স্থিতিস্থাপকতা এবং অভিন্ন সমৃদ্ধির শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

- পি আই বি

পিএম-র বৈঠক

২৫ জুন : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং প্রকল্প রূপায়ণে গতি আনতে ‘প্রগতি’ প্ল্যাটফর্মের ৫২তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সেবা তীর্থে আয়োজিত এই বৈঠকে সড়ক, বিদ্যুৎ, শিল্প করিডর এবং মেট্রো রেল ক্ষেত্রের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। চারটি রাজ্যে বিস্তৃত এই প্রকল্পগুলির মোট ব্যয় প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো প্রকল্পে বিলম্ব শুধু ব্যয় বৃদ্ধি করে না, সাধারণ মানুষ ও শিল্পক্ষেত্রকেও নির্ধারিত সময়ে সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে। তিনি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারগুলিকে মিশন মোডে সমস্যার সমাধান করে প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। সময়সীমা, আন্তঃদপ্তর সমন্বয়, জটিলতা নিরসন এবং কাজের অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী পিএম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের কার্যকর ব্যবহারের ওপরও জোর দেন। তাঁর মতে, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, প্রয়োজনীয় অনুমোদন, ইউটিলিটি নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন। বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটলে আগেভাগেই সম্ভাব্য সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। টাইম তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণও সহজ হবে। বৈঠকে ‘টিবি মুক্ত ভারত অভিযান’-এর অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য টেঁকসই উন্নয়ন

২৪ জুন : বৃত্তাকার অর্থনীতি, টেকসই বস্ত্র ও ফ্যাশন এবং খাদ্য ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থায় উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করে ইয়ুথ কো:ল্যাব ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২৬-এর অষ্টম সংস্করণে বিজয়ী হল দেশের ছয়টি যুব-নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ। রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ইন্ডিয়া এবং সিটি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে, অটল ইনোভেশন মিশন (এআইএম)-এর সহযোগিতায় এবং টি-হাব ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে আয়োজিত এই কর্মসূচি বর্তমানে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুব উদ্ভাবন মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ছয় স্টার্টআপকে স্বীকৃতি

এবছর দেশের ২৮টি রাজ্য থেকে ৩৫০টিরও বেশি স্টার্টআপ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বাছাই প্রক্রিয়ার পর ৫০টি সম্ভাবনাময় উদ্যোগকে তিন মাসের ‘ন্যাশনাল স্প্রিংবোর্ড’ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিল্পক্ষেত্রের ১৬ জন বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতার তত্ত্বাবধানে এই উদ্যোগগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরে জাতীয় উদ্ভাবন সংলাপ এবং হায়দরাবাদের টি-হাবে আয়োজিত পাঁচ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে ছয়টি স্টার্টআপকে বেছে নেওয়া হয়।

বিজয়ী তিনটি স্টার্টআপকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে সিড গ্র্যান্ট এবং পরবর্তী পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও শিল্প-সংযোগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অপর তিনটি রানার্স-আপ স্টার্টআপ পেয়েছে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা। অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানা ইনোভেশন সেলের প্রধান নির্বাহী মেরাজ ফাহিম বলেন, যুব নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবনই আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার। অটল ইনোভেশন মিশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর প্রতীক দেশমুখের মতে, ভারতে স্টার্টআপের অভাব নেই, বরং মূল সমস্যা পুঁজি, পরামর্শ এবং সুযোগের অসম বণ্টন। ইয়ুথ কো:ল্যাবের মতো উদ্যোগ সেই বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইউএনডিপি ইন্ডিয়ার আবাসিক প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলা লুসিগি জানান, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় যুবসমাজের উদ্ভাবনী শক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে। নির্বাচিত উদ্যোগগুলির মধ্যে ৪০ শতাংশেরও বেশি মহিলা-নেতৃত্বাধীন হওয়ায় দেশের উদ্ভাবন পরিমণ্ডলে বৈচিত্র্যের প্রতিফলনও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য নিরাপত্তা, জল সংরক্ষণ, টেকসই উৎপাদন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে যুব উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেশের সবুজ অর্থনীতির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। এই ধরনের উদ্যোগ ভারতের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

তৃণমূল আমলের বিল্ডিং প্ল্যানের ওপর বিশেষ অডিট চালাবে রাজ্য সরকার

২৪ জুন : কোলকাতার তারাতলা এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি নির্মীয়মান গোডাউন। বুধবার দুপুর ১২টা ০৭ মিনিটি নাগাদ ভেঙে পড়ে গোডাউনের লৌহ কাঠামোটি। কোলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, এবছর জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ ওই ভবনটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কাঠামোটির পরিকল্পনা যথাযথ ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। এই ধরণের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে তৃণমূল আমলে পাশ হওয়া সব ধরণের বিল্ডিং প্ল্যানের ওপর কাজ আগামী ৩১শে জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন বেলা ১২টা বেজে ৭ মিনিটি নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় ওখানে বেশ কিছু শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় ছিলেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান কলকাতা পৌর সংস্থার বর্তমান প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ সহ রাজ্য প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। ১২টা বেজে ৪৫ থেকে কোলকাতা কর্পোরেশনের তরফে উদ্ধারকার্য শুরু হয়। বড় স্টিল নির্মিত স্ট্রাকচার কেটে বের করার জন্য যোগাযোগ করা হয় সেনা ও এনডিয়ারেফের টিমের সঙ্গেও। সেনার তরফে স্টিল কাটার তড়িঘড়ি পৌঁছে দেওয়া হয় ঘটনাস্থলে। তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনা ও এনডিয়ারফের টিম কাজে নামে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অন্তত ৩৫ জন্য শ্রমিক ঐ ঘটনাস্থলে আটকে পড়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকিদের উদ্ধার করে এসএসকেএম সহ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে আহতদের উদ্ধারকার্য চালু হওয়ায়, প্রচুর শ্রমিক প্রাণে বেঁচেছেন। এই ঘটনার পরে তৃণমূল আমলে পয়সার বিনিময়ে অবৈধ ভাবে পাশ হয়ে যাওয়া বিল্ডিং প্ল্যানের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তৃণমূল আমলে পাশ হওয়া সব ধরণের বিল্ডিং প্ল্যানের ওপরে বিশেষ অডিট হবে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রমাণ হলে, কাউকে ছাড়া হবে না, একথাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। যেসমস্ত প্ল্যান ত্রুটিপূর্ণ, সেগুলিকে বাতিল করা হবে। আগামী ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সরকারি দপ্তর বাদে অন্য পাশ হয়ে থাকা প্ল্যানগুলিতে কাজ করা যাবে না।

তারাতলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত গোডাউন -ইন্টারনেট

অডিটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিশেষ কমিটিও তৈরি করে দেন। কোলকাতা পৌর সংস্থাকে অক্ষ করে, এই কমিটিতে, পিডব্লিউডি, অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর, ফায়ার ব্রিগেড সহ সরকারী বিভিন্ন দপ্তর নির্দিষ্ট লায়াঁজো বজায় রেখে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ ক্ষেত্রে এই কমিটি মেট্রো ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও লায়াঁজো বজায় রেখেই চলবে। খুব দ্রুততার সঙ্গে রাজ্য সরকারকে বিশেষ অডিট রিপোর্ট জমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বিধানসভার অধিবেশনে নিহতদের পরিবারকে কীভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তার রূপরেখাও তৈরি হবে বলে শুভেন্দু জানান।

সম্পাদকীয়

তীব্র গরমে গোটা বিশ্বের ওষ্ঠাগত প্রাণ। হা বৃষ্টি, হা বৃষ্টি করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন কাটাচ্ছে প্রাণীকূলের অধিকাংশ প্রতিনিধি। যদি ছিটেফোঁটা মেঘের দেখা মেলে। তীব্র গরমের মূল কারিগর বাতাসে উপস্থিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা। যা ঘামের কর্মকাণ্ডকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শরীরকে করে চলেছে উত্তপ্ত। এ তো গেল, প্রাকৃতিক গরমের কথা। মনুষ্যসৃষ্ট রাজনৈতিক গরমও খুব কম কিছু নেই। প্রাকৃতিক উত্তাপের সঙ্গে গোটা বিশ্বজুড়ে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে রাজনৈতিক উত্তাপ। সেই উত্তাপের আবহেই, সোমবার পশ্চিমবঙ্গের নব নির্বাচিত সরকার রাজ্য বিধানসভায় ঘোষণা করেছে চলতি আর্থিক বর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আড়াআড়ি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে শুরু করেছেন তরজা। এই তরজার অভিমুখ, বাজেটে উপস্থিত তথাকথিত ‘ধর্মীয়’ কিছু দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেই মূলত নিবদ্ধ।

যে ‘ধর্মের রাজনীতি’ করে বলে বিজেপি গোটা দেশজুড়ে সমালোচিত হয়, সেই সমালোচনার অধিকাংশই ভারতীয় ধর্মের মূল ধারণার পরিপন্থী। পাশ্চাত্যে ধর্ম ও রিলিজিয়ন সমার্থক। রিলিজিয়াস বিলিফ সিস্টেমে যাঁরা জীবনধারণ করেন, তাঁরাই ধার্মিক। কিন্তু পাশ্চাত্য যখন গুটিগুটি পায়ে খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছে, প্রাচ্য তখন শুরু করেছে প্রশ্নের অভিঘাত। সেই প্রশ্নের অভিঘাতে একে একে জন্ম নেবে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, লোকায়ত-র মতো একেকটি দার্শনিক স্কুল। দেশাচার তথা শাক্ত সাধনা ও ফলিত বিজ্ঞান মিশে গিয়ে জন্ম নেবে তন্ত্রের। যার কথা ১৯০২ সালে প্রথম ছাপার অক্ষরে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরবেন, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র তথা ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম স্থপতি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, তাঁর ‘এ হিস্ট্রি অভ হিন্দু কেমিস্ট্রি’ শীর্ষক ম্যাগনাম ওপাসে। প্রফুল্লচন্দ্রের তৈরি সেই বহমান ফল্গু ধারার প্রেক্ষাপটেই অনুধাবন করি এক মনস্বীর কথা। ড. তুষারকান্তি ঘোষ, ছাত্রদের মাঝে যিনি মণিস্যার হিসেবেই অধিক সমাদৃত ছিলেন।

গৌড়বঙ্গের শাক্ত সাধনার ইতিবৃত্ত জানেন, এমন লোকের সংখ্যা হাতেগোণা। অথচ এই গৌড়বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ আগমশাস্ত্রকাররা, ছড়িয়ে পড়েছেন তৎকালীন বিশ্বে। তাঁদের জ্ঞানের ছটায় আলোকিত হয়েছে বিশ্ব। মধ্যমণি হয়েছে, নারোপার মতো ব্যক্তিত্ব। যিনি আজও বোধিসত্ত্ব হিসেবে পূজিত হন, তিব্বতের ঘরে ঘরে। গৌড়বঙ্গের গুরুত্ব অনুধাবন করে রামকেলিতে এসেছেন চৈতন্যদেব। আগম তন্ত্রের প্রভাব সহজ বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হয়েছে। জন্ম নিয়েছে সহজিয়ার মতো সম্প্রদায়। জন্ম নিয়েছে আউল, বাউল, সাঁই। অথচ সময়ের চাকা ঘোরায়, সেই সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে মুখ লুকিয়েছে। মণি স্যার সেই শাক্ত প্রভাবান্বিত সম্প্রদায়গুলিকে খুঁজে বের করার তাগিদে কাজটা শুরু করেছিলেন। সঙ্গত দিচ্ছিলেন, অধ্যাপক ড. ঋষি ঘোষ ও ড. শুভদীপ চক্রবর্তী। পরবর্তীতে এই প্রকল্পের সঙ্গে জুড়েছিলেন সৌমেন্দু রায়। যিনি পরবর্তীতে ‘গৌড়ভূমির শাক্ত সাধনা: একটি অসম্পূর্ণ ইতিহাস’ শীর্ষক প্রবন্ধ সঙ্কলন সম্পাদনা করবেন। ২০২০ সালে মণি স্যারের আকস্মিক প্রয়াণে, সহকর্মীরা বাধ্য হয়েছিলেন সেই প্রজেক্টটিকে বন্ধ করে দিতে। আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে, বাজেটে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের শক্তিপীঠগুলিকে জুড়ে তৈরি করা হবে বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট। শক্তিপীঠের ইতিহাস, গুরুত্ব তুলে ধরা হবে আগত পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সামনে। যুগনায়ক চৈতন্য মহাপ্রভু যে পথ ধরে ভক্তি আন্দোলনের সময় হেঁটেছিলেন, গোটা বঙ্গ জুড়ে, সেই পথগুলিকে জুড়ে তৈরি হবে, চৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থযাত্রা সার্কিট। তুলে ধরা হবে, আউল, বাউল, সহজিয়া, সাঁই-দের ধর্ম ও দর্শনের পরিচয়। পুরাতনী সংস্কৃতির এই দুই অক্ষের জন্য আগামী আর্থিক বর্ষে এক হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে বর্তমান সরকার। আশার কথা মণি স্যারের প্রজেক্টে যে পীঠগুলির তাৎপর্য অনুসন্ধানের কাজ করার কথা বলা হয়েছিল, তার অধিকাংশই যুক্ত হয়েছে বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিটে। এভাবেই বোধহয় অমরত্বের পথে হাঁটবেন স্বর্গীয় ড. তুষারকান্তি ঘোষ।

পরপারে দেখি আঁকা/ তরুছায়া মসীমাখা (ভাঙনে লুপ্ত কাঁকড়িবাঁধা ঝাউবোনা) *-ছবিটি তুলেছেন ড. ঋষি ঘোষ*

সিন্থেটিক মাদক পাচার রুখতে নয়া কৌশলের পথে

২৪ জুন : মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করতে শুক্রবার রাজধানীর বিজ্ঞান ভবনে নার্কো-কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (এনকর্ড)-এর দশম শীর্ষস্তরের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠকে ৪৪টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং মাদক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মোট ১০৮ জন প্রতিনিধি সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেবেন।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ‘ভিশন ডকুমেন্ট অন নার্কোটিক্স কন্ট্রোল (২০২৬-২০২৯)’ প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তর, মাদক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তুত এই নথিতে আগামী তিন বছরের জন্য মাদক নিয়ন্ত্রণের একটি অভিন্ন রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর পাশাপাশি সিন্থেটিক মাদক, ডার্কনেট-ভিত্তিক পাচার, যুবসমাজকে মাদকাসক্তির হাত থেকে দূরে রাখা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিসর বৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন এনসিবির বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫ প্রকাশ করবেন এবং জম্মু ও গুয়াহাটিতে নবনির্মিত এনসিবি জোনাল অফিসেরও উদ্বোধন করবেন। একইসঙ্গে বিশেষ ‘ড্রাগ ডিসপোজাল ফোর্টনাইট’ কর্মসূচির সূচনা করা হবে। এই অভিযানের আওতায় কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদ্যোগে আইন মেনে প্রায় ২ লক্ষ ৯ হাজার ৫০০ কিলোগ্রাম মাদক ধ্বংস করা হবে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা।

বৈঠকে দেশের বিভিন্ন অংশে মাদক পাচার ও মাদকাসক্তি রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মূল্যায়নের পাশাপাশি আগামী তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কেন্দ্রের মতে, মাদক সমস্যার মোকাবিলায় শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বিত উদ্যোগ। সেই লক্ষ্যেই আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা, জনসচেতনতা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বৈঠক দেশের মাদকবিরোধী লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ওয়াশিংটনের ওপর ক্ষুব্ধ মস্কো

আলাস্কা সমঝোতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল রাশিয়া

২৪ জুন : মার্কিন প্রেজ ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিপূর্বে ট্রুথ সোশ্যাল সহ বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে, গোটা বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি ঠেকাতে তাঁর ব্যক্তিগত অবদানের কথা বারেবারে স্মরণ করিয়েছেন। এই মর্মে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিৎ বলেও মনে করেন তিনি। অপারেশন সিন্দুরের সময় ভার-পাকিস্তানের ভেতর মধ্যস্থতাকারী ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে কার্যত ব্যর্থ। এই আবহে, ট্রাম্পের অস্বস্তি বাড়াতে সরাসরি আমেরিকাকে ব্যর্থ বলে দাগিয়েছে রাশিয়া।

গত বছর আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকে একটি সমঝোতা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেই প্রস্তাবের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ওয়াশিংটন ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে রাশিয়া। গত তিন দিনে ক্রেমলিনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করেছেন। যদিও তাঁরা ঠিক কোন বিষয়ে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

সম্প্রতি রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি এবং জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বক্তব্যের পরই মস্কোর তরফে এই ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। রাশিয়ার দাবি, আলাস্কা বৈঠকের পর থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছিল, তার প্রতি একমাত্র মস্কোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে।

ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ রবিবার জানান, একটি পক্ষ সমঝোতা রক্ষার চেষ্টা করলেও অপর পক্ষ তা পালন করতে সক্ষম হয়নি। মঙ্গলবার রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করেন, আলাস্কা বৈঠক হয়তো কিয়েভকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য আমেরিকার সময়ক্ষেপণের কৌশল ছিল। বিদেশমন্ত্রীর উপমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভও অভিযোগ করেন, আলাস্কায় হওয়া মৌলিক সমঝোতা থেকে সরে এসেছে ওয়াশিংটন। যদিও তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে সংলাপ অব্যাহত থাকবে।

রুশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, জি-৭ সম্মেলনের পর আমেরিকার অবস্থান ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় দেশগুলির রাশিয়া-বিরোধী নীতির আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলা এবং রাশিয়ার অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রের ওপর চাপ বৃদ্ধির ফলে মস্কোর উদ্বেগও বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের একাংশের অনুমান, রুশ নেতৃত্বের কাছে পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পুতিনের গ্রহণযোগ্যতা জনগণের কাছে বাড়াতেই, এধরণের প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার সাম্প্রতিক ইউক্রেনীয় হামলা প্রসঙ্গে পুতিন দাবি করেন, "সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব" কিয়েভের পাশে রয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংকট গোষ্ঠীর মতে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইরানকে ঘিরে মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ এবং পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিতে মনোযোগ সরে যাওয়ার পর থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে আমেরিকার মধ্যস্থতা কার্যত স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মস্কো চাইছে, আমেরিকা আবার সক্রিয়ভাবে কূটনৈতিক উদ্যোগে ফিরে এসে এমন একটি সমাধানের পথে এগিয়ে যাক, যা রাশিয়ার শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনও সুসংগঠিত কূটনৈতিক প্রক্রিয়া বর্তমানে পরিষ্কার নয়। এই পরিস্থিতিতে মস্কো-ওয়াশিংটন সম্পর্কে নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি হলে যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করছেন ভু-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের শুরু থেকে রাশিয়ার তেল শোধনাগারগুলিতে ইউক্রেনীয় হামলার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের দাবি। এর ফলে রাশিয়ার একাধিক অঞ্চলে পেট্রলের দাম বৃদ্ধি এবং জ্বালানি সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে সরকারি স্তরে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

আলোচনা পত্র প্রকাশ কেন্দ্রের

২৪ জুন : দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক (মসপি)। মঙ্গলবার মন্ত্রকের তরফে ‘মেথডোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচেস ফর কম্পাইলেশন অফ মনিটারি অ্যাসেট অ্যাকাউন্টস অফ কোল ইন ইন্ডিয়া’ শীর্ষক একটি আলোচনা পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃত পরিবেশ-অর্থনৈতিক হিসাব কাঠামো (এসইইএ)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ‘এনভিস্ট্যাটস ইন্ডিয়া’ এবং ‘এনার্জি স্ট্যাটিস্টিক্স ইন্ডিয়া’-র মাধ্যমে কয়লা-সহ বিভিন্ন খনিজ ও জ্বালানি সম্পদের ভৌত হিসাব সংকলন করে আসছে মসপি। কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের অর্থমূল্য নির্ধারণের পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। মন্ত্রকের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদের আর্থিক মূল্যায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডারের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্ধারণ, সম্পদ ক্ষয়ের খরচের হিসাব, বিভিন্ন পরিবেশগত সম্পদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব হবে।

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, মালদা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল– kashmiradas20@gmail.com।
এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।